# শোভা

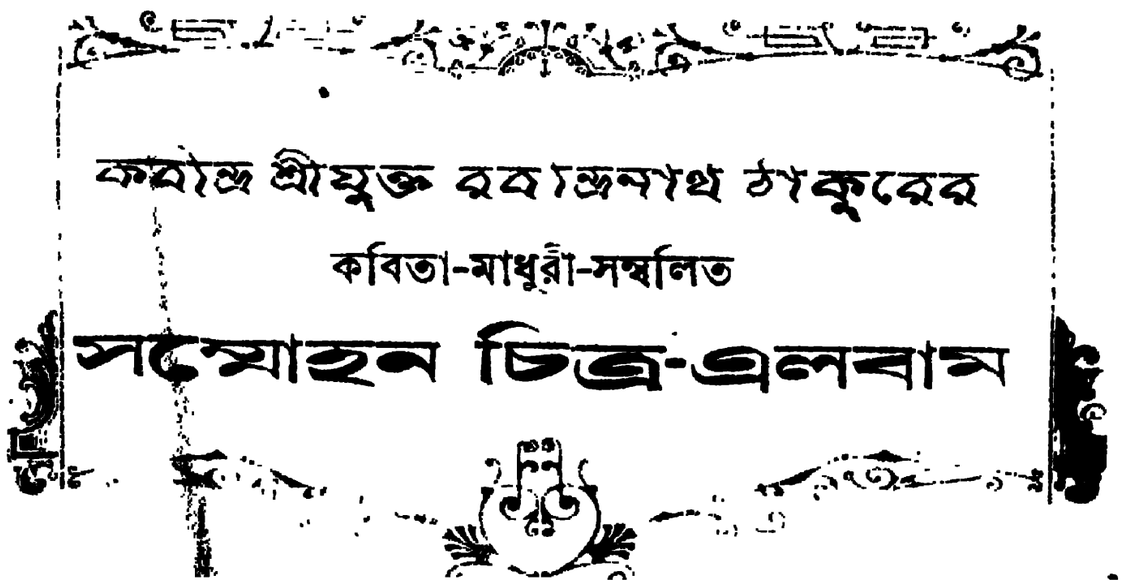

কবীন্দ্র শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের

কবিতা-মাধুরী-সম্বলিত

## সম্মোহন চিত্র-এলবাম

শ্রীভবানীচরণ লাহা

[ সঙ্কলিত সুসজ্জিত ]

উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় প্রতিষ্ঠিত
বসুমতী-সাহিত্য-মন্দির হইতে
শ্রীসতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রকাশিত

মূল্য
১৷৷০ দেড় টাকা

কলিকাতা ১৬৬নং বহুবাজার ষ্ট্রীট,
বসুমতী-রোটারী-প্রেসে
শ্রীপূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মুদ্রাঙ্কিত

# নিবেদন

চারু-চিত্রকলার সেবায় অবসর বিনোদনের জন্য—বিভিন্ন মডেলের বিভিন্ন ভঙ্গীর কতকগুলি ফটো লইতেছিলাম। তখন কল্পনা ছিল, অবসর মত এ গুলির সাহায্যে চিত্র অঙ্কিত করিব। বন্ধুবর শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় একদিন সাক্ষাৎ করিতে আসিয়া ফটোচিত্রের এলবামখানি দেখেন এবং ইহা পুস্তকাকারে প্রকাশের জন্য উৎসাহিত করেন। তাঁহারই আগ্রহে, তাঁহারই প্রদত্ত 'শোভা' নামে, তাঁহারই ব্যয়ে ও আয়োজনে, তাঁহারই পরামর্শ মত বিশ্বভারতী হইতে অনুমতি লইয়া বিশ্বকবি শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের কবিতা-পারিজাত মাধুরী সমাবেশে ইহা সুশোভিত করিয়াছি। এখন ভরসা হয়, সৌন্দর্য্যোপভোগেচ্ছু শিল্পামোদি-সমাজে—শিক্ষিত-সমাজে 'শোভা'র শোভা সমাদৃত হইবে। প্রিয়বন্ধু শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ দেব বিশেষ যত্নে কবিতাগুলি নির্ব্বাচিত করিয়া ছবির সহিত সুসঙ্গত করিয়া মিলাইয়া দিয়াছেন—এজন্য তাঁহার নিকট আমি উপকৃত। নবীন শিল্পী শ্রীমান্ সত্যচরণ ঘোষ ফটো লইবার সময় আমাকে অনেক সাহায্য করিয়াছেন। যাঁহারা চারুচিত্রকলার সেবা করেন, এ সকল আদর্শ তাঁহাদের উপকারে আসিতে পারিবে বলিয়া মনে হয়।

২২৩ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট,
বড়দিন, ১৯২৮

শ্রীভবানীচরণ লাহা।

# সূচীপত্র


| চিত্র | | পৃষ্ঠা |
|---|---|---|
| ১। | কুমারী | ১ |
| ২। | সেবিকা | ১ |
| ৩। | গৃহলক্ষ্মী | ১ |
| ৪। | গতিহীনা | ১ |
| ৫। | আবরণ | ৩ |
| ৬। | সজল তনু | ৩ |
| ৭। | অভিমানিনী | ৪ |
| ৮। | নীরব হাসি | ৪ |
| ৯। | হারাণো গান | ৫ |
| ১০। | বাণীর ডাক | ৫ |
| ১১। | ছিন্নহার | ৬ |
| ১২। | আহিরিণী | ৬ |
| ১৩। | উপেক্ষিতা | ৭ |
| ১৪। | পূজার ফুল | ৭ |
| ১৫। | সুরের টান | ৮ |
| ১৬। | গোপন সুর | ৮ |
| ১৭। | সলিলার্চ্চন | ৯ |
| ১৮। | নৈবেদ্য | ৯ |
| ১৯। | ভুজ-ডোর | ১০ |
| ২০। | অনুরাগে | ১০ |
| ২১। | ধেয়ানে | ১১ |
| ২২। | যাঁতার পাশে | ১১ |
| ২৩। | মরম-বীণা | ১২ |
| ২৪। | ব্যাকুল ব্যথা | ১২ |
| ২৫। | তুলির লিখন | ১৩ |
| ২৬। | প্রসাদ | ১৩ |

| চিত্র | | পৃষ্ঠা |
|---|---|---|
| ২৭। | অশোক | ১৪ |
| ২৮। | দ্বিধা | ১৪ |
| ২৯। | প্রীতির স্মৃতি | ১৫ |
| ৩০। | দুটি পাখা | ১৫ |
| ৩১। | অভিমানে | ১৬ |
| ৩২। | নিদ্রাহারা | ১৬ |
| ৩৩। | শূন্য শয়নে | ১৭ |
| ৩৪। | অলক্ত-রেখা | ১৭ |
| ৩৫। | সজল ইঙ্গিত | ১৮ |
| ৩৬। | শিলা লীলা | ১৮ |
| ৩৭। | ব্যর্থ-নিশা | ১৯ |
| ৩৮। | ঘাটের পথে | ১৯ |
| ৩৯। | অঞ্জলি | ২০ |
| ৪০। | গাগরীয়া | ২০ |
| ৪১। | চূতবল্লরী | ২১ |
| ৪২। | সবমে রাঙা | ২১ |
| ৪৩। | দেবদাসী | ২২ |
| ৪৪। | ত্রস্তা | ২২ |
| ৪৫। | অর্ঘ্য | ২৩ |
| ৪৬। | মুকুরে | ২৩ |
| ৪৭। | পদরাগ | ২৪ |
| ৪৮। | প্রাণের আলাপ | ২৪ |
| ৪৯। | পথের ডাক | ২৫ |
| ৫০। | বংশীরবে | ২৫ |
| ৫১। | জাগরণে | ২৬ |
| ৫২। | বেণী বাঁধা | ২৬ |

| চিত্র | | | পৃষ্ঠা |
|---|---|---|---|
| ৫৩। | বাঁধনহারা | ... | ২৭ |
| ৫৪। | পূজারিণী | | |
| ৫৫। | পসারিণী | ... | ২৮ |
| ৫৬। | সুর-সঙ্কেত | | |
| ৫৭। | মায়ের নিধি | ... | ২৯ |
| ৫৮। | নবোঢার লাজ | | |
| ৫৯। | বধূর চিঠি | ... | ৩০ |
| ৬০। | কাজের মাঝে | | |
| ৬১। | অরূপ-রতন | ... | ৩১ |
| ৬২। | শ্মশানে | | |
| ৬৩। | নিবেদন | ... | ৩২ |
| ৬৪। | মন্দির-অঙ্গনে | | |
| ৬৫। | শূন্য ও পূর্ণ | ... | ৩৩ |
| ৬৬। | বিমনা | | |
| ৬৭। | রূপের অবেলা | ... | ৩৪ |
| ৬৮ | বিপরীত | | |
| ৬৯। | শয়নে | ... | ৩৫ |
| ৭০। | চিঠি | | |
| ৭১। | ধনুর্বিদ্যা | ... | ৩৬ |
| ৭২। | চাঁদের আলোয় | | |
| ৭৩। | বাধা | ... | ৩৭ |
| ৭৪। | নিষ্ফল জীবন | | |
| ৭৫। | হতাশা | ... | ৩৮ |
| ৭৬। | তুলোর পাঁজ | | |
| ৭৭। | আন' মনে | ... | ৩৯ |
| ৭৮। | চরকা | | |

| চিত্র | | | পৃষ্ঠা |
|---|---|---|---|
| ৭৯। | মুগ্ধা | ... | ৪০ |
| ৮০। | কটীর-রাণী | | |
| ৮১। | দিশাহারা | ... | ৪১ |
| ৮২। | পিছুর টানে | | |
| ৮৩। | কাণে কাণে | ... | ৪২ |
| ৮৪। | মনের কথা | | |
| ৮৫। | প্রণাম | ... | ৪৩ |
| ৮৬। | মাল্যদান | | |
| ৮৭। | পথের দেখা | ... | ৪৪ |
| ৮৮। | আকাশ-কুসুম | | |
| ৮৯। | প্রেমের স্মৃতি | ... | ৪৫ |
| ৯০। | বনের পাখী | | |
| ৯১। | যৌবন-ব্যথা | ... | ৪৬ |
| ৯২। | উদাও মন | | |
| ৯৩। | ঘুমন্তরূপ | ... | ৪৭ |
| ৯৪ | জাগ্রত স্বপ্ন | | |
| ৯৫। | নদীকূলে | ... | ৪৮ |
| ৯৬। | উড়ো পাখী | | |
| ৯৭। | পথ চেয়ে | ... | ৪৯ |
| ৯৮। | বিহঙ্গদূত | | |
| ৯৯। | শরসন্ধান | ... | ৫০ |
| ১০০। | যাবার বেলা | | |
| ১০১। | তন্ময় | ... | ৫১ |
| ১০২। | বুকের নীড়ে | | |
| ১০৩। | উপেক্ষিতা | .. | ৫২ |
| ১০৪। | আবাহন | | |

# ত্রিবর্ণ চিত্র সূচী

১। সুরের খেলা

২। হাটের ফেরত

৩। নাচনাওয়ালী

৪। নীড়-হারা

৫। পূজান্তে

৬। তরুণীর লাজ

কুমারী



"পুষ্প-[illegible] [illegible],
[illegible] [illegible],
স্থির নেত্রে চাহি কেমনা!
কুমারী কে [illegible] বসনা!"

শোভা

সেবিকা



"[illegible]
[illegible]
ফুল ফল, প্রীতি মালা, [illegible]
[illegible] কবিত [illegible]!"

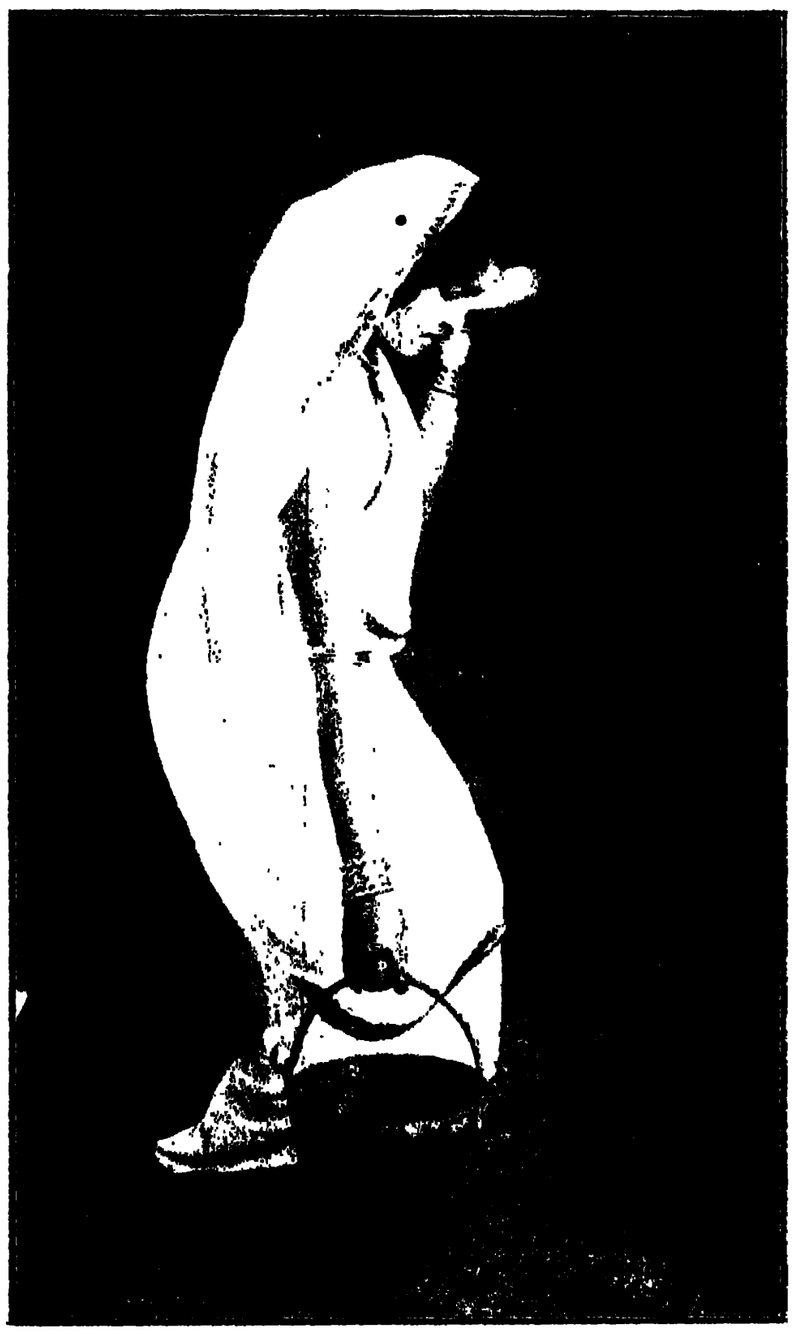

# শোভা

হলক্ষ্মী



"...সে নহে সাবিত্রী, সীতা, দময়ন্তী, সতী—
চিরোজ্জ্বল দেবী যদি কাব্যমন্দিরে ;
লয়ে ক্ষুদ্র সুখ দুঃখ মমতা ভকতি
সে শুধু গো গৃহলক্ষ্মী দরিদ্র কুটীরে।"

[illegible]



"—অধর তোমার কম্প যখন
কভু আমার কাছে,
থমকি দাঁড়াই, সব ভুলে যাই
চলেছি কিসের কাজে।"

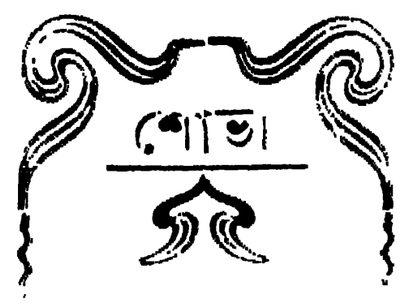

াবরণ



# শোভা

সজল তনু

অভিমানিনী

"কব না" আর কথা
গুমরে মরুক্ বুকে যতই ব্যথার গভীরতা,
কণ্ঠ আমার রইবে তবু
অপমানের মৌন নীরবতা !"

নীরব হাসি

—"গোলাপ কলি গোপনে ফোটে
কোমল তার অধর পুটে
নীরব হাসি ফুটিয়া উঠে
লুটিয়া নিতে হৃদয়ে !"

## হারাণো গান

"মোর এ বীণা আজি
কোন্ সুরে উঠে বাজি!"

## বীণার ডাক

"বিশ্ব যখন নিদামগন
গগন অন্ধকার
কে দেয় আমার বীণার তারে
এমন ঝঙ্কার!"

## শোভা

উপেক্ষিতা



-ফিরে লও রূপ মনোরম
যৌবনের সৌরভ মধুর
মানবের দৃষ্টির বাহিরে
লয়ে যাও মোরে বহু দূর !"

পূজার ফু



-আজি হ'য়েছিল ভুল
তুলি নি পূজার ফুল
শেষে মলিন ভূতলে ঝরা ফুল তুলে '
আঁখিজলে ধুয়ে এনেছি।"

[illegible]

## শোভা





"একটি প্রদীপ্ত মেঘহারা
অম্লান উষার অপেক্ষায়
ধ্যানে তার রহিব বসিয়া
কোরক জাবন যাপি হায়!"

—"তুমি যখন ঘুরাও ব'সে যাঁতা—
হয় ত' পড়ে তোমার মনে, 'ভাগ্যচক্র' এই ভুবনে
কাদের ৬াতে সঁপে দিয়েছেন ধাতা!"

## মরম বাণী



[illegible]

উঠিবে বাজি তন্ত্রী-রাজি
মোহন অঙ্গে

## ব্যাকুল ব্যথা



এবার যে দিন আসবে তোমার দুখ
সে দিন তুমি কি ধন দেবে উহারে

—"কনক-পাত্রে তব
নিত্য আঁকিব নব
কুঙ্কুম-চন্দন-রঙ্গীন রেখা—
নয়নের অঞ্জনে কল্পনা লেখা



'আমার মাথার একটি কুসুম
তারে দিও গো দিও

—"মরণ রে,
তুঁহু মম শ্যাম সমান !"—

"আসতে যে চায়
সন্দেহে তায়
তাড়াই বারে বারে বারে !".

"সেই চাঁপা সেই বেল-ফুল !
কে তোরা আজি এ প্রাতে
এনে দিলি মোর হাতে,
জল আসে আঁখি-পাতে
হৃদয় আকুল !"

-"খাঁচার পাখী ছিল সোনার খাঁচাটিতে
বনের পাখী ছিল বনে,
একদা কি করিয়া মিলন হলো দোঁহে
কি ছিল বিধাতার মনে !"

অভিমানে

—"বিদায় করেছ যারে নয়ন-জলে
এখন ফিরাবে তারে কিসের ছলে!"

নিদ্রাহারা

"আমারে এমন করি
ভাবিতে পারিতে যদি
বসিয়া একেলা!"

শূন্য শয়নে

—"জাগরণ ক্ষীণ
বদন মলিন
আসিয়া দেখিবে সে—

অলক্ত-রেখা

—"নব বসন্তের যেন ফুটন্ত অশোক
ঝরিয়া মিলিয়া গেছে দুটি রাঙা পায়!
তরুণ উষার যত অরুণ আলোক
লুটিয়া পড়েছে দুটি চরণ-ছায়ায়!"

"রন্ধনশালাতে যাই
তুয়া বঁধু গুণ গাই
ধুঁয়ার ছলনা করি কান্দি

যে সংঘাতে ধ্বংস কর চূর্ণ কর নারী
সেই ধ্বংসে হেরি পুন নব সৃষ্টি তব !"

—"পাইনে আমার জাগার সাথী
অম্‌নি গেল সারা রাতি!"

# শোভা

—"কথা তারে ছিল বলিতে—
চোখে চোখে দেখা হ'ল
পথ চলিতে!"

অঞ্জলি



"আমার পাকিস্তান যায় যদি যাক ভেসে চলে
আছে অঞ্জলি মোর দাও না পরে।"

শোভা

"—আমরা দু'জনে নাচিয়া গাহিয়া
জীবনের পথ ভুবনে বাহিয়া
চ'লে যাবো হাসিমুখে !"

—"আমায় সকল রকমে কাঙাল করিয়া
গর্ব্ব করেছ' চুর !"

-"চাহিয়া আঁখির কোণে
তুমি হাস মনে মনে
আমি তাই লাজে যাই মরিয়া !"

-"প্রেমে অধীরা, কণ্ঠ মদিরা,
পরাণ পাত্রে, এ মধুরাত্রে ঢাল গো—
নয়নে বসনে ভূষণে নাচ গো !"

-"কে যেন চেনা স্বরে সহসা উঠে ডাকি,
থমকি আধ-পথে চমকি চেয়ে থাকি,
দেখিতে চাই তবু চকিত ভয়ে আঁখি !"—

'পূজার তরে ছিনু উঠে যে বাকুলি
পূজিব তারে গিয়ে কি দিয়ে

## শোভা

—"মুকুরে হেরিয়ে মুখ
উপজিল মহা সুখ
মনে হ'ল এ রূপের নাহি আর তুলনা!'

## পদরাগ

"প্রতি সন্ধ্যাবেলা—
অশোক অলক্তরাগে চিত্রি পদতল
যদি চ'খে লাগে তার ভাল!"



## প্রাণের আলাপ

—"কণ্ঠ আমার হারিয়ে গানে,
কর্‌বে শুধু প্রাণের আলাপ
কেবলমাত্র সুরের টানে!"

"পথের হাওয়ায় কি সুর বাজে
ডাক দিয়ে সে যায়
বাজে আমার বুকের মাঝে
বাজে বেদনায় !"





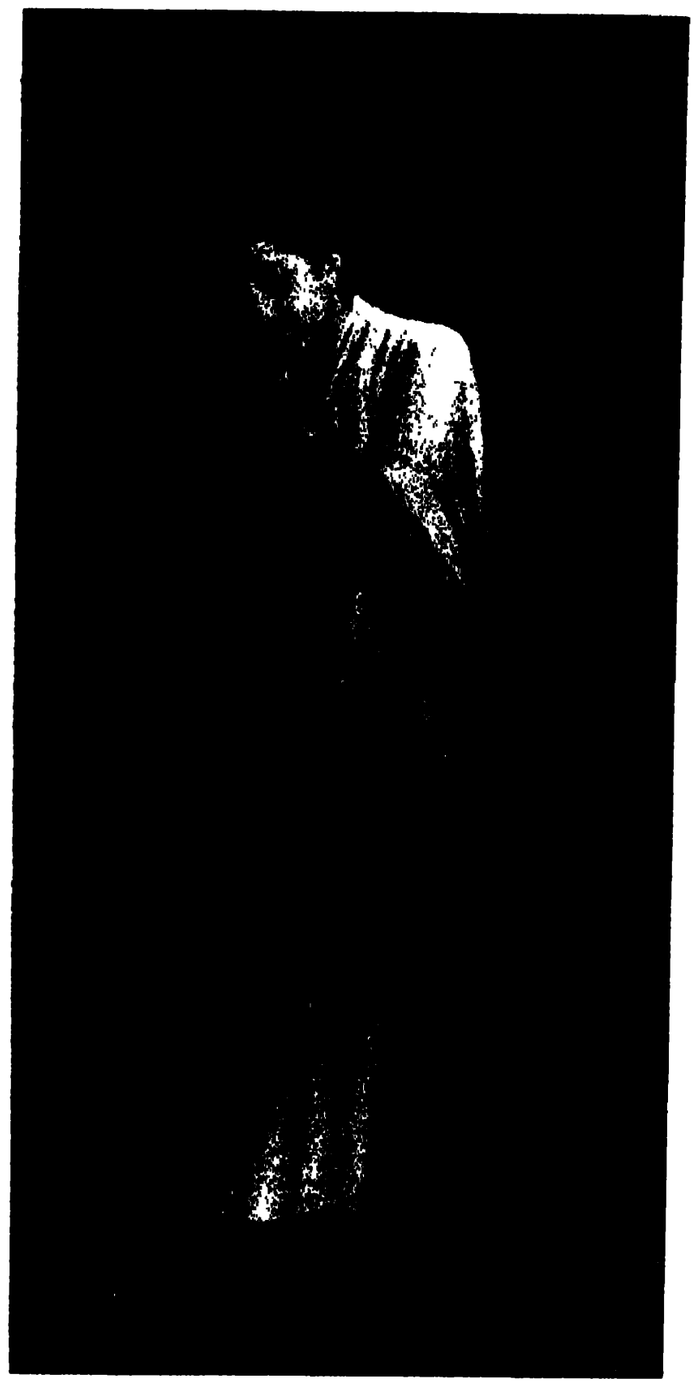

-"ওই বুঝি বাঁশী বাজে
বনমাঝে কি মনোমাঝে—"

াগরণে

'একদা রাতে নবীন যৌবনে
স্বপন হ'তে উঠিনু চমকিয়া
শীর্ণ হয়ে এসেছে শুকতারা
আকাশ পানে দেখিনু নিরখিয়া

বেণী বাঁধা

চুনি গাঁথিত বেণী বিনোদিনী
বেঁধে দিল নিজ হাতে।"

—"ঝড়ে যায় উড়ে যায় গো
আমার বুকের আঁচলখানি
ঢাকা থাকে না হায় গো
তারে রাখতে নারি টানি।"

"এস শুভদে, বরদে শ্যামা!"

—"ওগো পসারিণী,
দগ্ধ পথে উড়ে তপ্ত বালি
দাঁড়াও যেয়ো না আর, নামাও পসরা-ভার,
মোর হাতে দাও তব ডালি।"

—"তোমার নয়ন আমায় বারে বারে
বলেছে গান গাহিবারে!"

মায়ের নিধি

—"ধন-ধনা-ধন-ধন,
এ ধন যার ঘরে নেই তার
বৃথাই জীবন!"

নবোঢ়ার লাজ

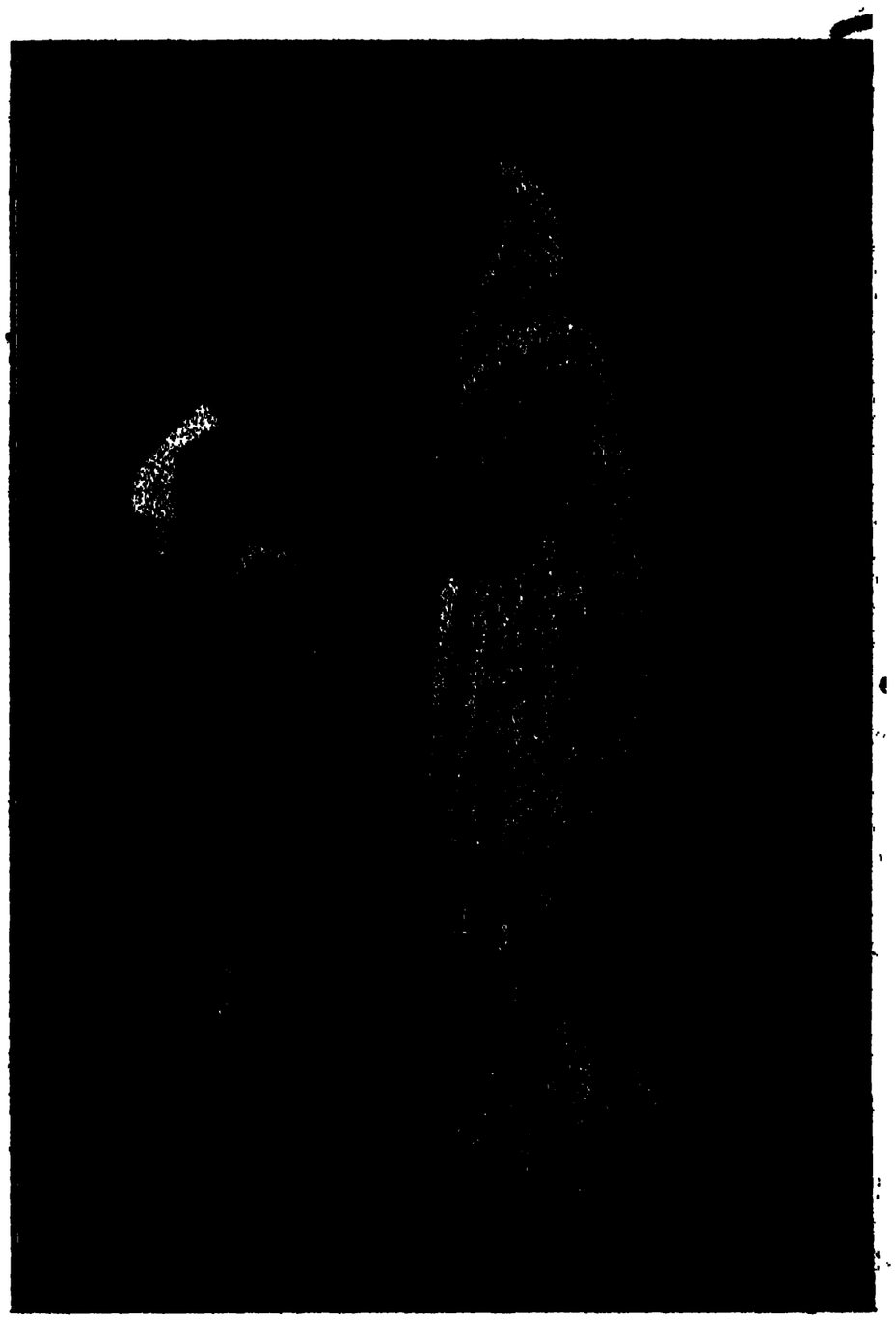

—"ও মা লজ্জা কিসের?
ছি ছি, লজ্জা কারে!"

—"ননদিনী পিছন হ'তে হেসে
বধূর চিঠি লুকিয়ে প'ড়ে এসে।"

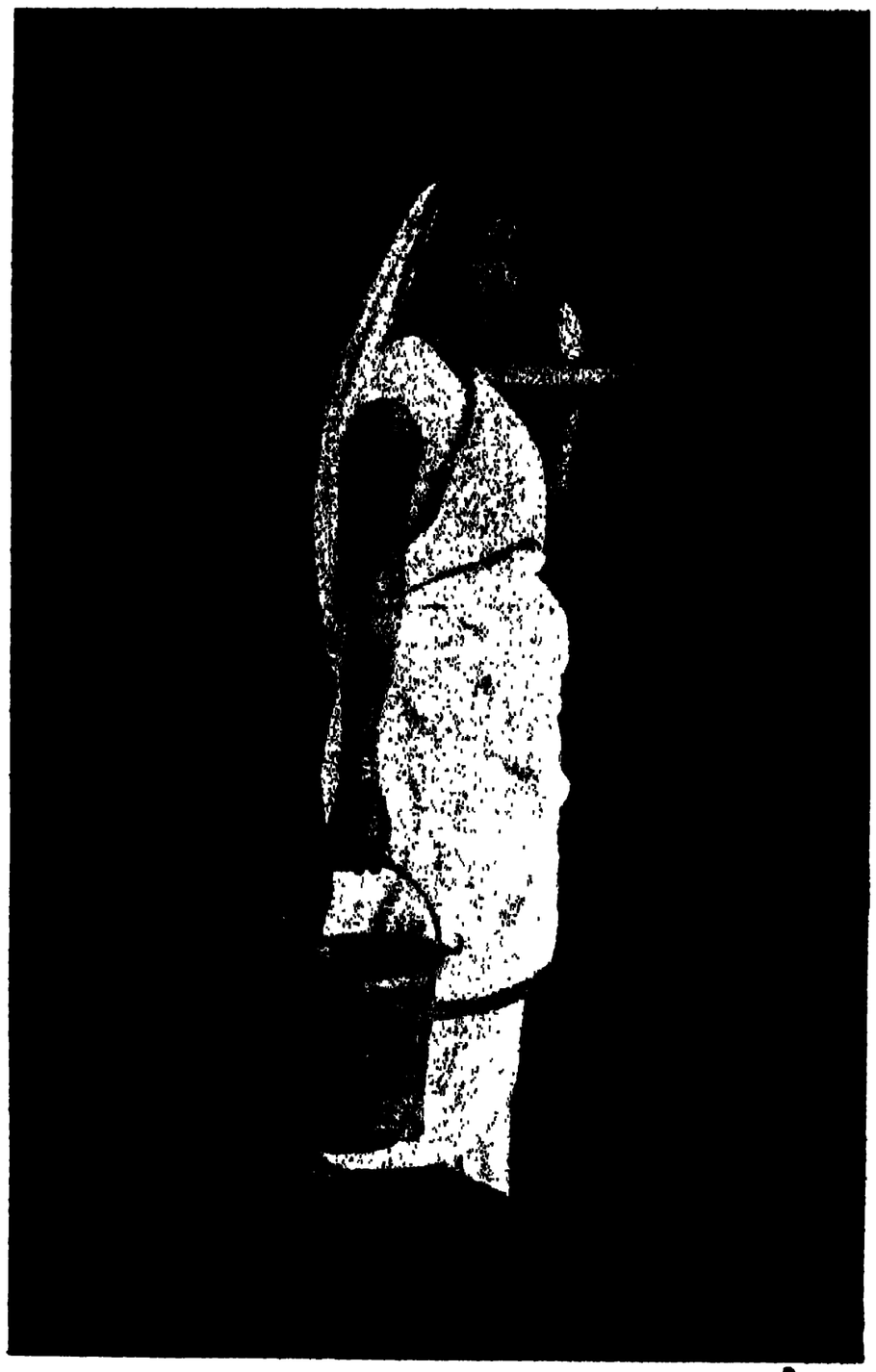

"আমায় বাঁধবে যদি কাজের ডোরে,
কেন পাগল কর এমন ক'রে!"

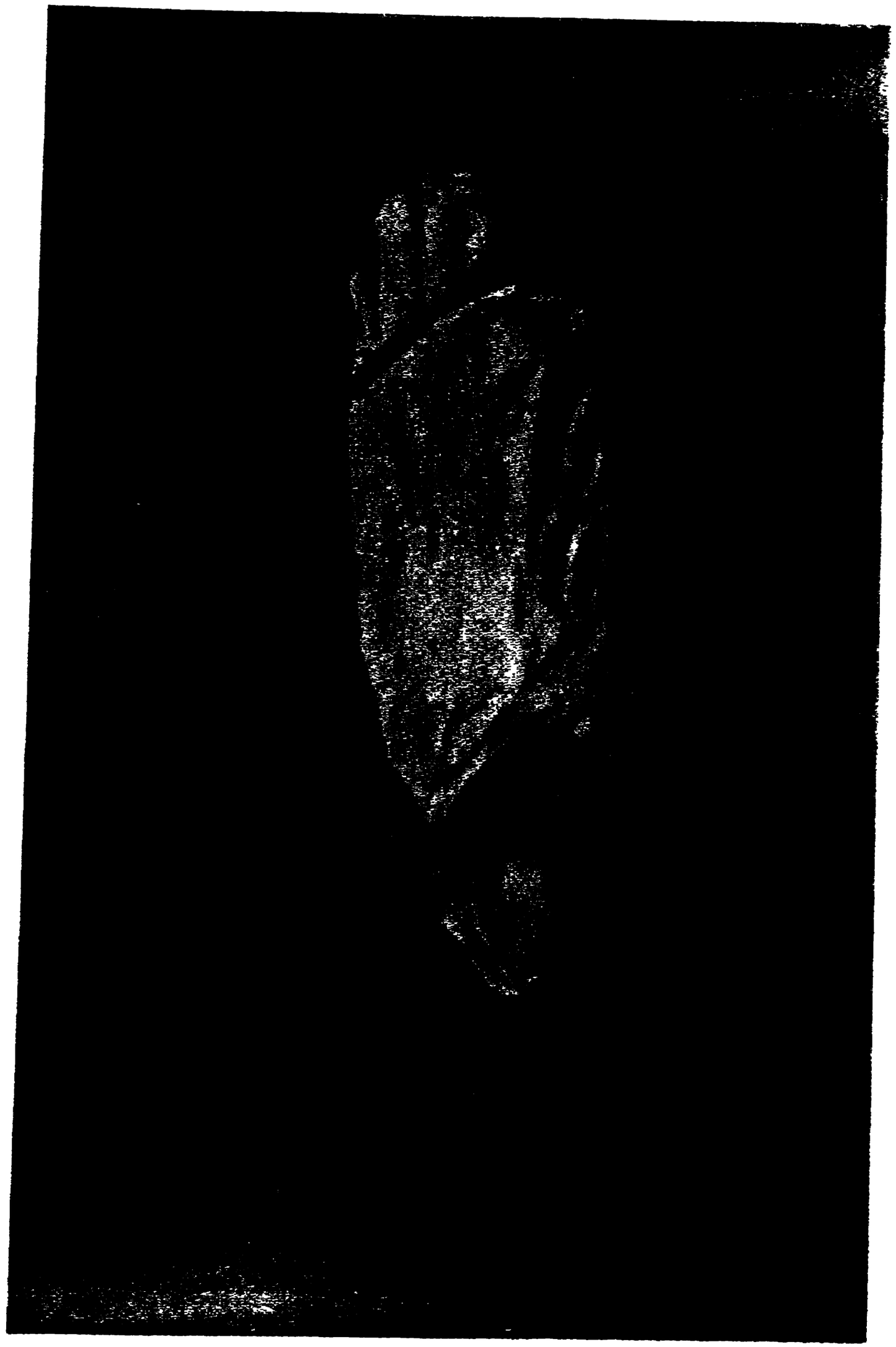

—ওরে আমার নীড়-হারাণো অসীম-কোলের উদাস-পাখী
আয় আদরে মায়ের মতো বুকের নীড়ে লুকিয়ে রাখি।"

—"রাত্রি এসে যেথায় মেশে দিনের পারাবারে—
তোমায় আমায় দেখা হ'ল সেই মোহানার ধারে।"

শোভা

শ্মশানে

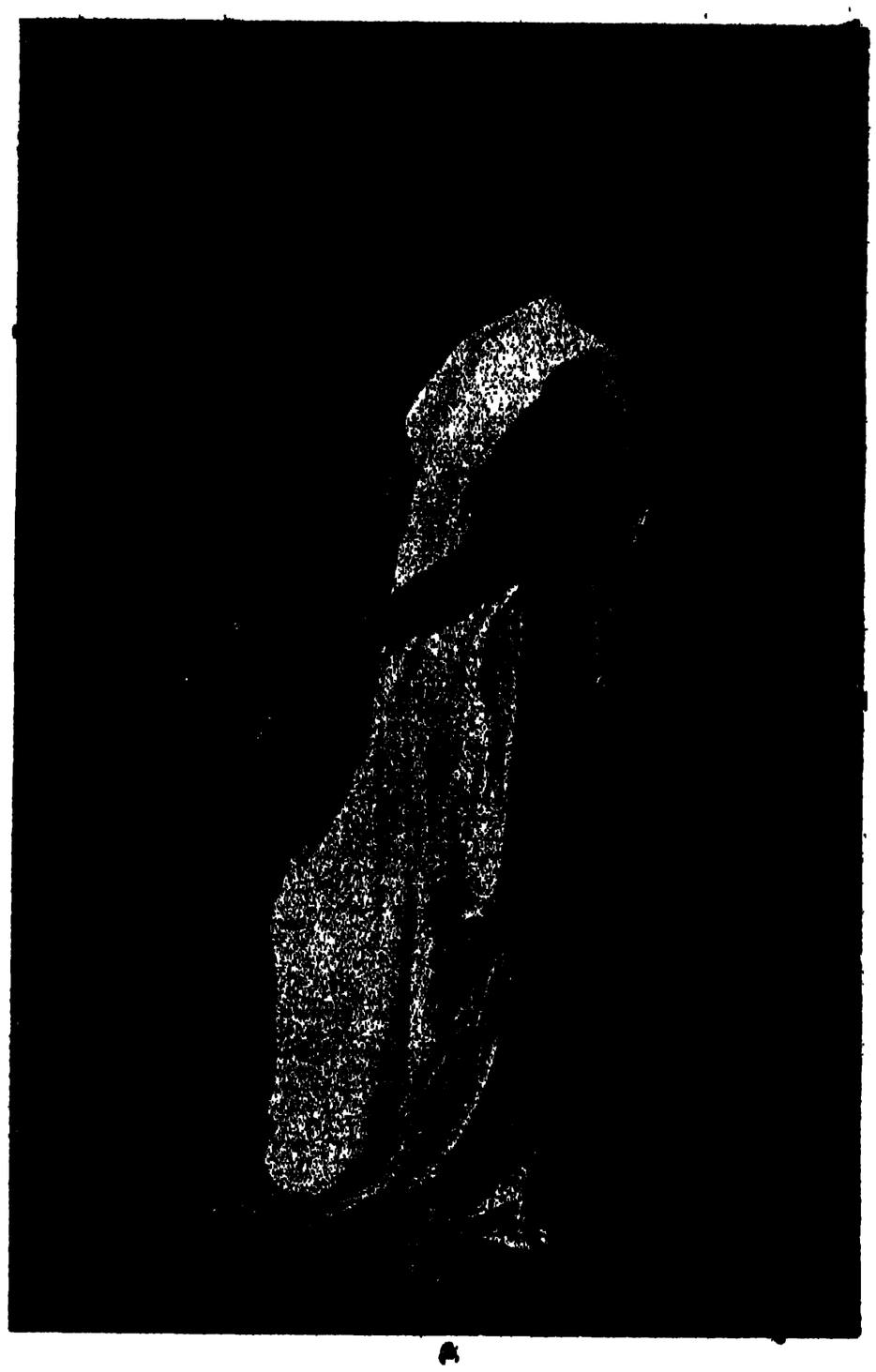

—"সকলি ফুরাল' হায়,
এবার নিভাতে হবে চিতা!"

নিবেদন

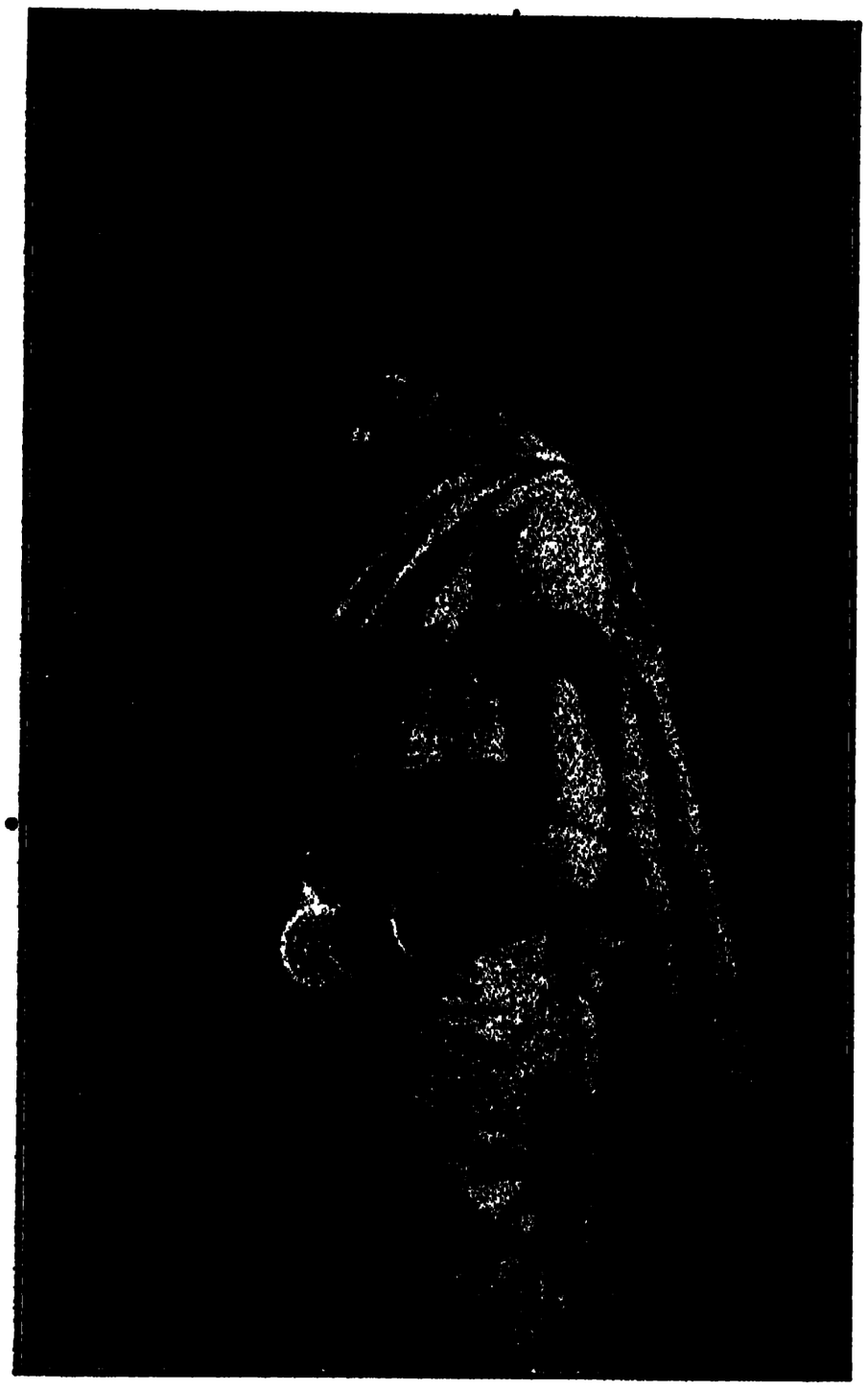

—"আমার এই দেহখানি তুলে ধর
তোমার ঐ দেবালয়ের প্রদীপ-কর—"





মন্দির-অঙ্গনে

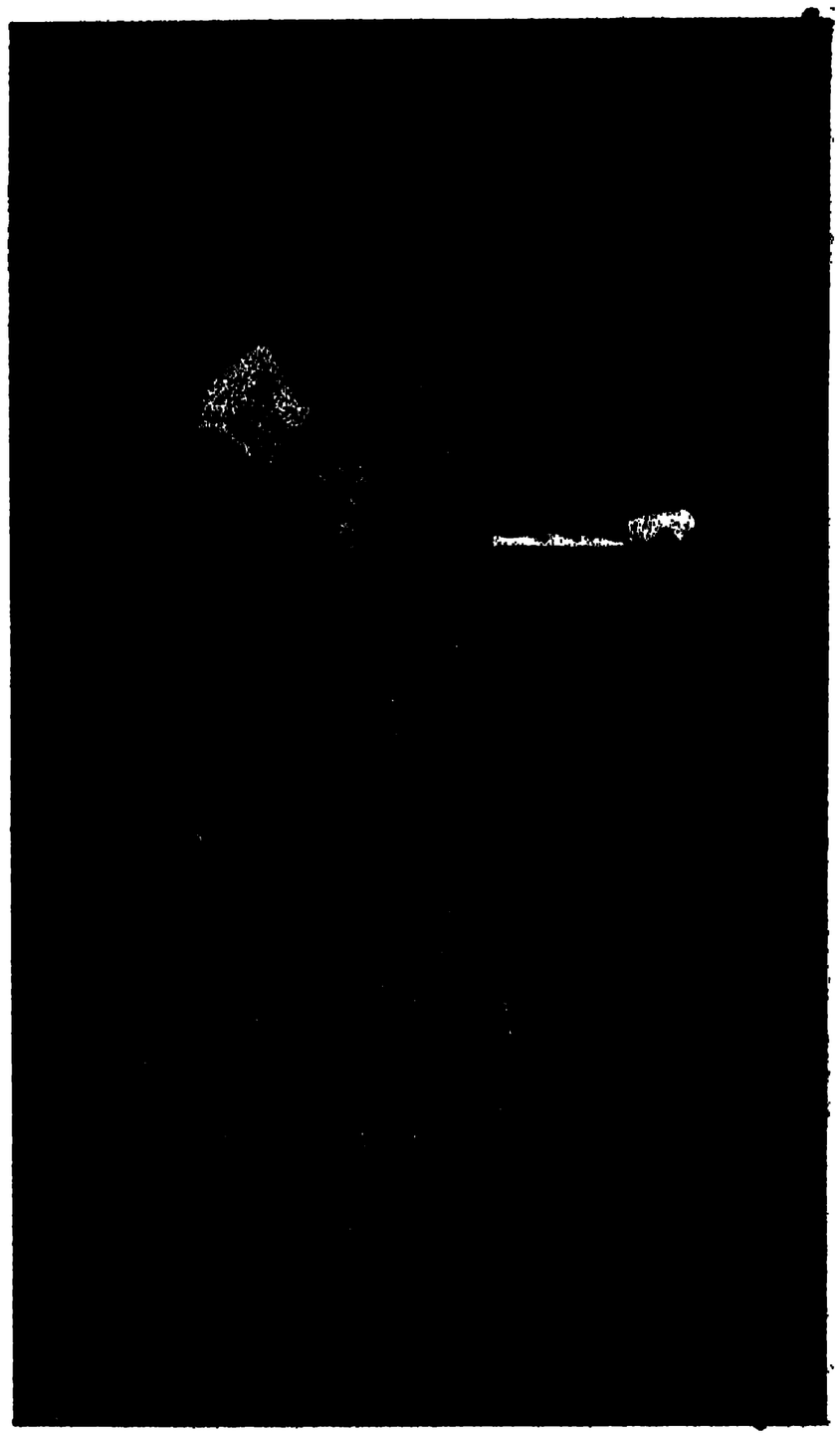

"এনেছে ঐ শিরীষ বকুল আমের মুকুল
সাজিখানি হাতে ক'রে।"

-"তোমারি ঝর্ণাতলার নির্জ্জনে
মাটীর এই কলস আমার
ছাপিয়ে গেল কোন্ ক্ষণে !"

-"এ বেলা তোর মনের ঝড়ে
পূজার কুসুম ঝ'রে পড়ে
যাবার বেলায় ভ'রবে থালায়
মালা ও চন্দন !"

দীপের আলো

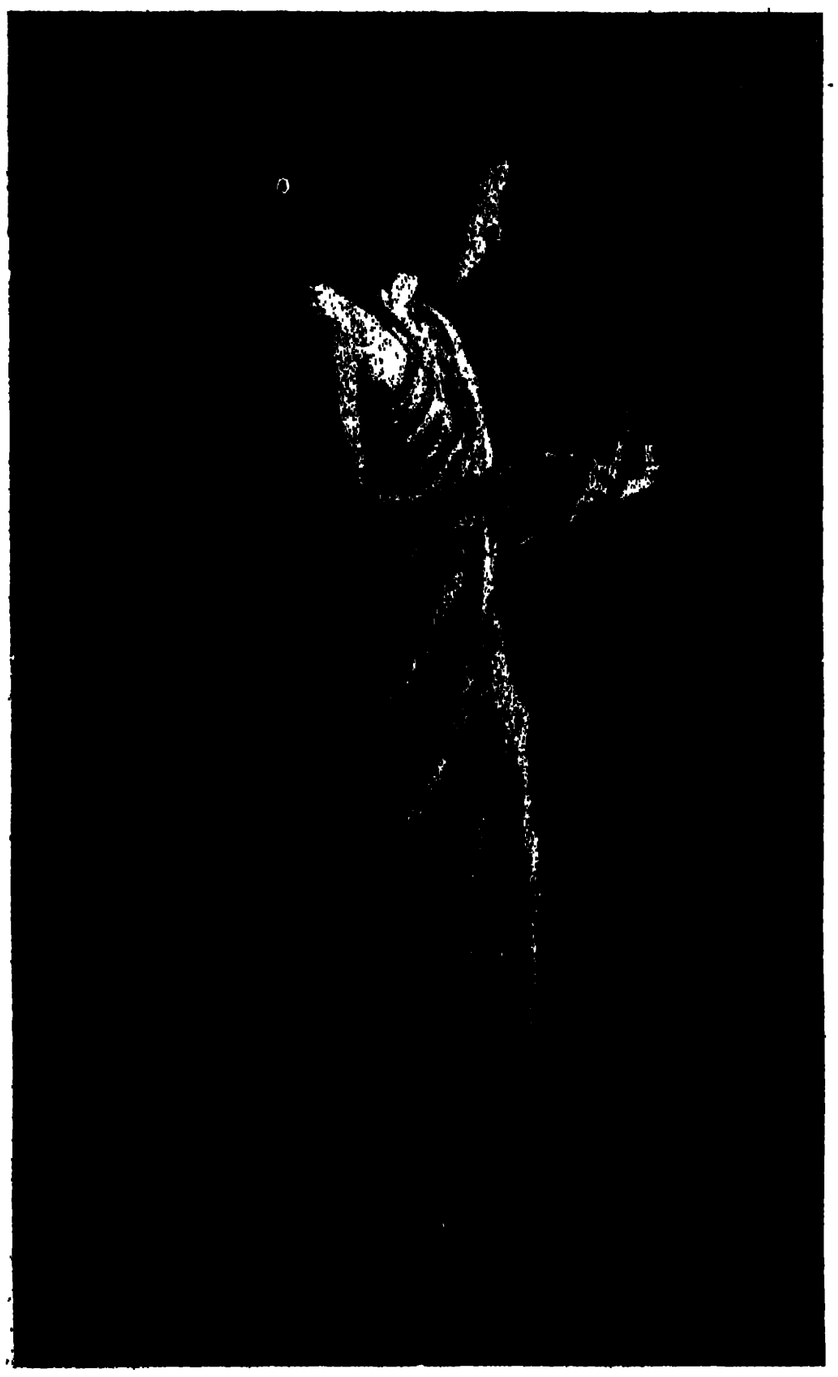

—"সেই আলোটি নিমেষ-হত
প্রিয়ার ব্যাকুল চাওয়ার মত,
সেই আলোটি মায়ের প্রাণের
ভয়ের মত দোলে!"



বিপরীত

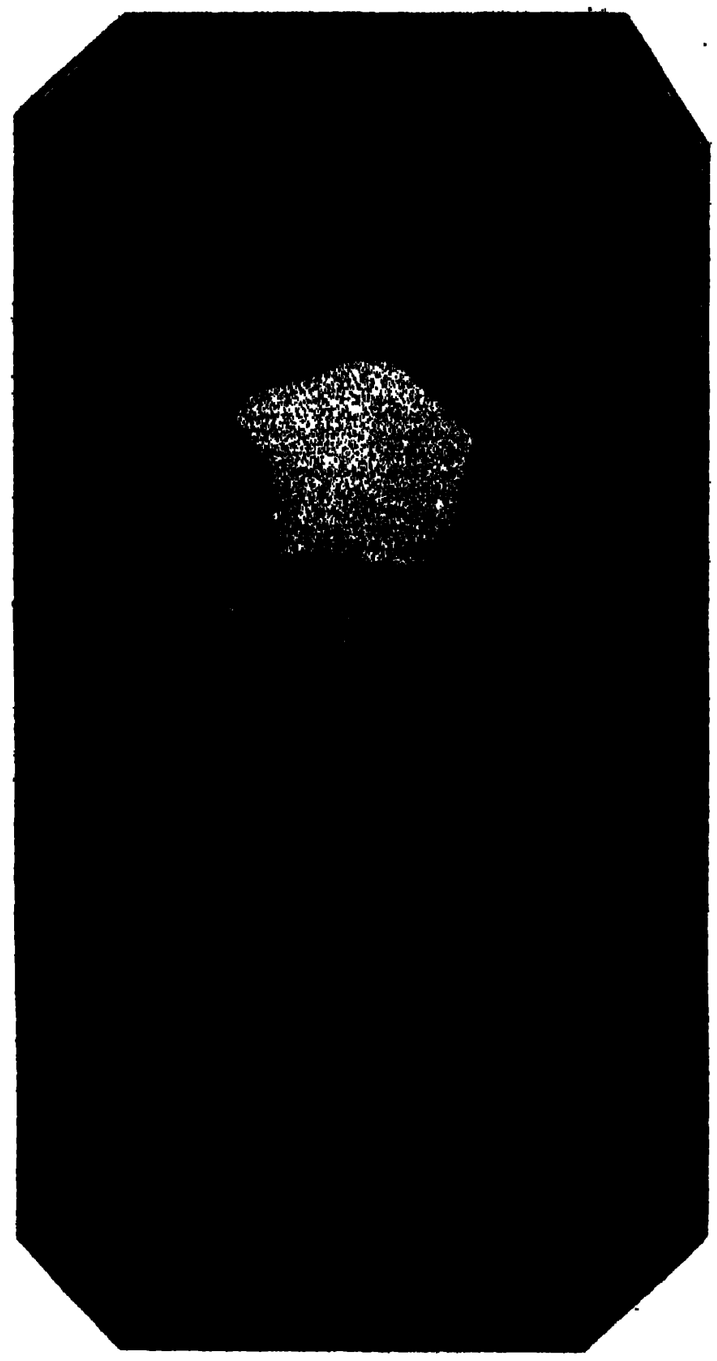

—"ফিরে চল্ মাটির টানে
যে মাটি আঁচল পেতে চেয়ে আছে
মুখের পানে!"

শয়নে



—"কমল-ফুল বিমল শেজখানি
বিলীন তাহে কোমল তনুলতা
ঘুমের দেশে স্বপন যেন মরি !

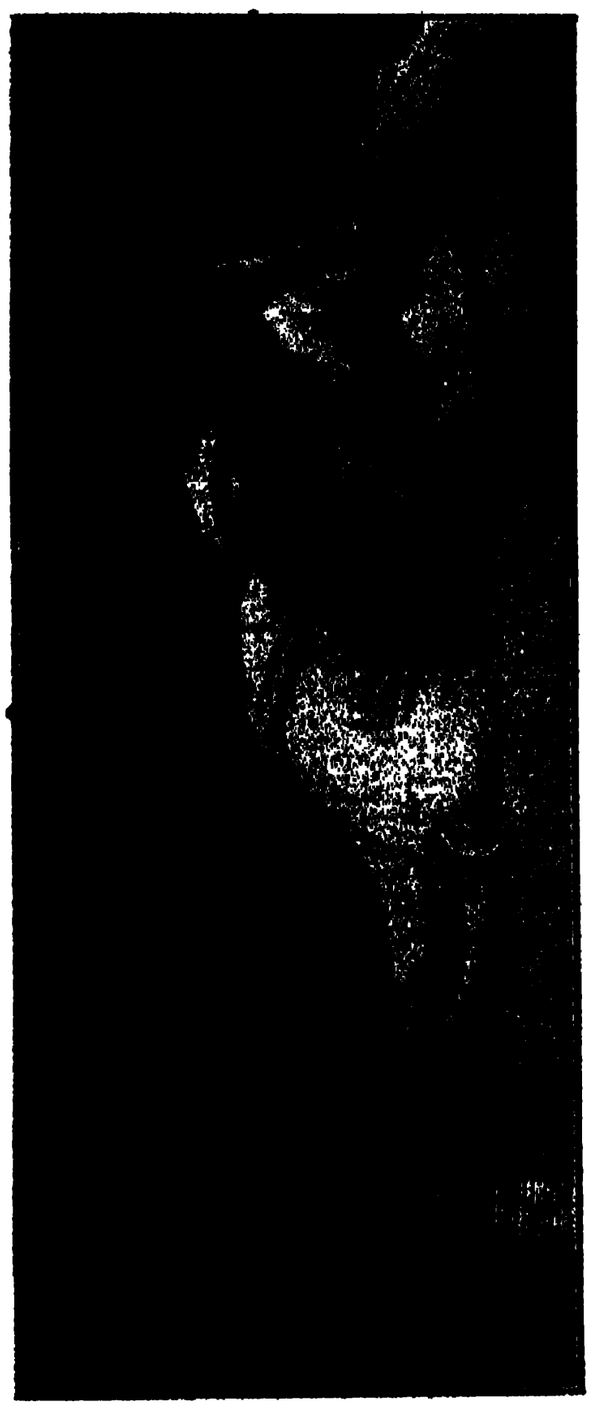

চিঠি



-"না জানি আজ দেখেছি কার মুখ
পেয়েছি তার চিঠি।"

-"শিখিয়াছি ধনুর্ব্বিদ্যা, কিন্তু শিখি নাই
মদনের পুষ্প ধনু, কেমনে বাঁকাতে
হয়; নয়নের কোণে!···নারী হ'য়ে
না যদি জিনিতে পারি পুরুষের মন
বৃথা বিদ্যা যত!·····"







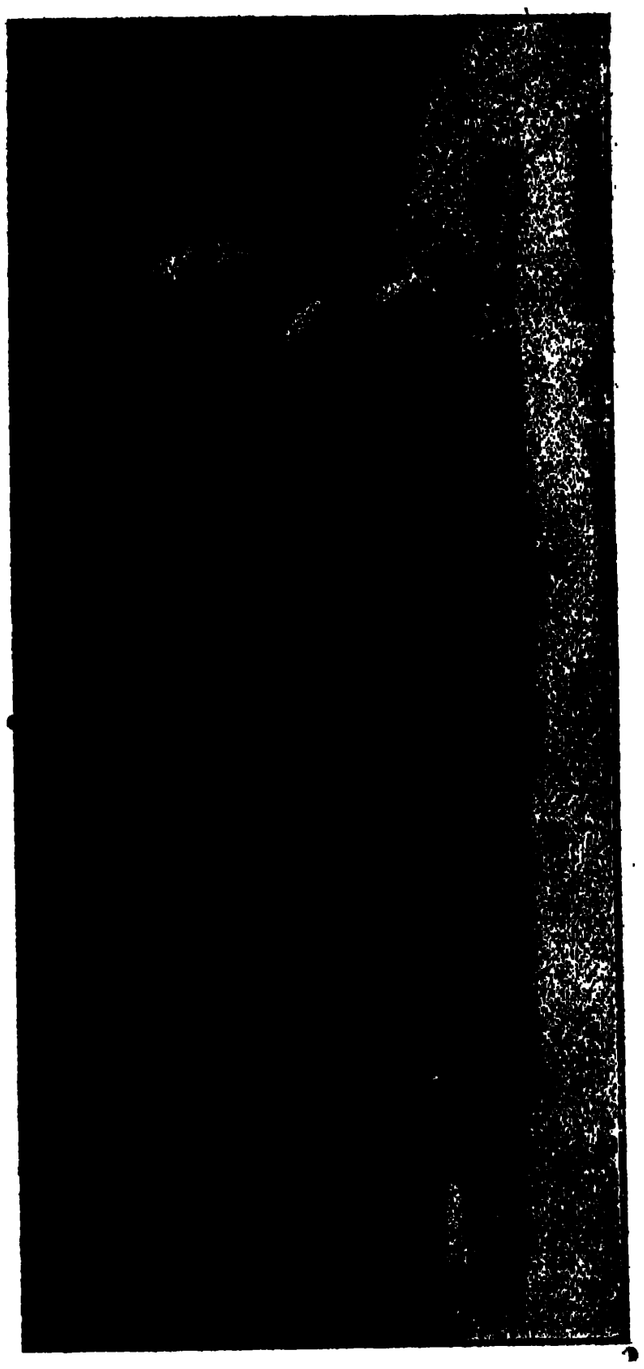

-"ওই চাঁদের আলোতে তুমি
হেসে গলে যাও!"

বাধা

"এ যে চলে যেতে বাধে চরণে· · ·"

নিষ্ফল জীবন

"শুধু দু'দিনেরই খেলা,
ঘুম না ভাঙিতে, আঁখি না মেলিতে,
দেখিতে দেখিতে ফুরায় বেলা!" ·

হতাশা

"আর কেন মিছে আশা, মিছে ভালবাসা, মিছে কেন তার ভাবনা ;
সে যে, সাগরের মণি, আকাশের চাঁদ আমি ত তাহারে পাব না !"



তুলোর পাঁজ

"ওরে আমার এক ফোঁটা এই শ্বেত পালকের তুলোর পাঁজ,
কেমন ক'রে এমন সুতো লুকিয়ে রাখিস বুকের মাঝ ?"

"ছিল এলায়ে সে কেশরাশি,
ছিল ললাটে দিব্য আলোক, শান্তি অতুল গরিমা ভাসি,
তার কপোলে সরম, নয়নে প্রণয়, অধরে মধুর হাসি !"

"চরকা আমার স্বামী-পুত্র, চরকা আমার নাতি,
চরকার দৌলতে মোর দুয়ারে বাঁধা হাতী !"

মুগ্ধা



"জোৎস্না হসিত নীল আকাশে যখন বিহগ গাহে
স্নিগ্ধ সমীরে শিহরি ধরণী মুগ্ধ নয়নে চাহে ;"

কুটীর-রাণী



"গরিমা আমার, গৃহিণী আমার, আমার কুটীর রাণী,
জননীর স্নেহ নির্ঝর মা গো আমার আশার প্রতিমাখানি !"

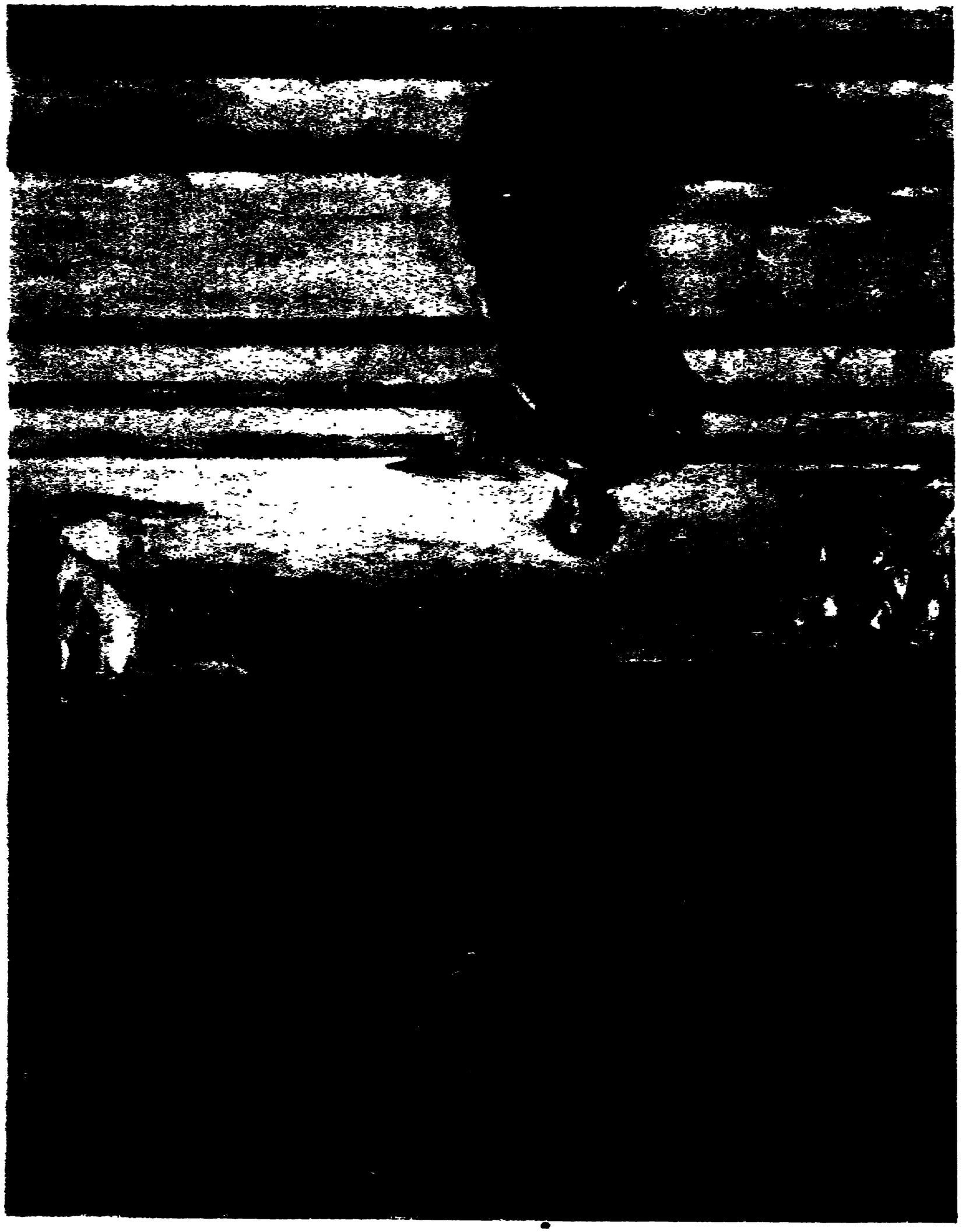

দিশাহারা



"কেমনে আজি ঢেকেছে সবি ভুল,
হারাই দিশা কে অলি কে ফুল ?'

পিছুর টানে



ওগো পিছন-করুণ সুরে তোমার বাঁশী ঘুরে' ঘুরে'
কেন উদাস বিষাদ আনে তরুণ প্রাণে ?"

শোভা

কাণে-কাণে



"তোমারে বলিব আজিকে গোপনে
কথা গোটা দুই চারি

মনের কথা



"ননদিনী বোলো নগরে
ডুবেছে রাই রাজনন্দিনী কৃষ্ণ-কলঙ্ক-সাগরে!"

প্রণাম

আমার মাথা নত ক'রে দাও,
তোমার চরণ ধূলার

মাল্যদান

"যত্নে গাথা পুষ্পগুলি, ঐ চরণে দিলাম তুলি;
ভক্তিভরে পরাণ মম আপনি পড়ে নুয়ে!".

পথের দেখা

আমার সনে দেখে হ'ল পথের দেখা তব,
চ'খে চ'খে পড়ল বাঁধা, টুটল সকল বিঘ্ন বাধা,
পরাণ ভ'রে জাগল মম তিয়াষ নব নব !"

আকাশ-কুসুম

"দুই নয়নের দৃষ্টি আমায় রয় সে ঘিরে !
সকল চিন্তা কাজের পরে, শ্যামল সজল ছায়া পড়ে,
শাঙন মেঘে ঢাকল' আমার স্বপনটিরে ।"

প্রেমের স্মৃতি

"তোমার আপন হাতের দেওয়া প্রেমের উপহার
এ মোর অলঙ্কার



বনের পাখা

'ওরে আমার বনের পাখী !
আমার মনের গোপন কোণে
আদরে আয় লুকিয়ে রাখি !"

শোভা

যৌবন-ব্যথা



"আমার যৌবনটুক [illegible] কার চোর
ঐ যৌবন চোর,
[illegible] মত লুকায়ে রাখিছ কোথা
ওগো প্রিয় মোর!"

উধাও মন



"হৃদয় আমার হাওয়ার মত সুবাস বিথারি
এক নিমিষে ছুটল কোথা অসীম বিহারী।"

বসন্ত রূপা

র রূপের সাগর
নিজের হ'য়ে রয়



জাগ্রত স্বপ্ন

"নিদ্রাহারা নয়ন মেলে এই যে এমন চেয়ে থাকি,
তোমার রূপের স্বপ্নে ওগো ঘুম জানে না আমার আঁখি।"

## শোভা

নদী কূলে



"কক্ষে আমার কাঁকন লেগে
মধুর ধ্বনি উঠলে জেগে
পড়্‌ল মনে কার সে গানের সুর!"

উড়ো পাখী



"বল্ রে পাখী, কোথা হ'তে এলি রে তুই উড়ে,
বসলি কেন আমার হাতে হৃদয়খানি জুড়ে?"

পথ চেয়ে

"দিবস গণিয়া গণিয়া বিরলে
বসে আছি নিশিদিন
আঁখি মেলি পথ পানে চেয়ে——"



বিহঙ্গ দূত

"বল্ রে বিহঙ্গ মোরে বল্,
সে ত' রে আসিবে ফিরে
ভালবেসে করেনি ত' ছল ?"

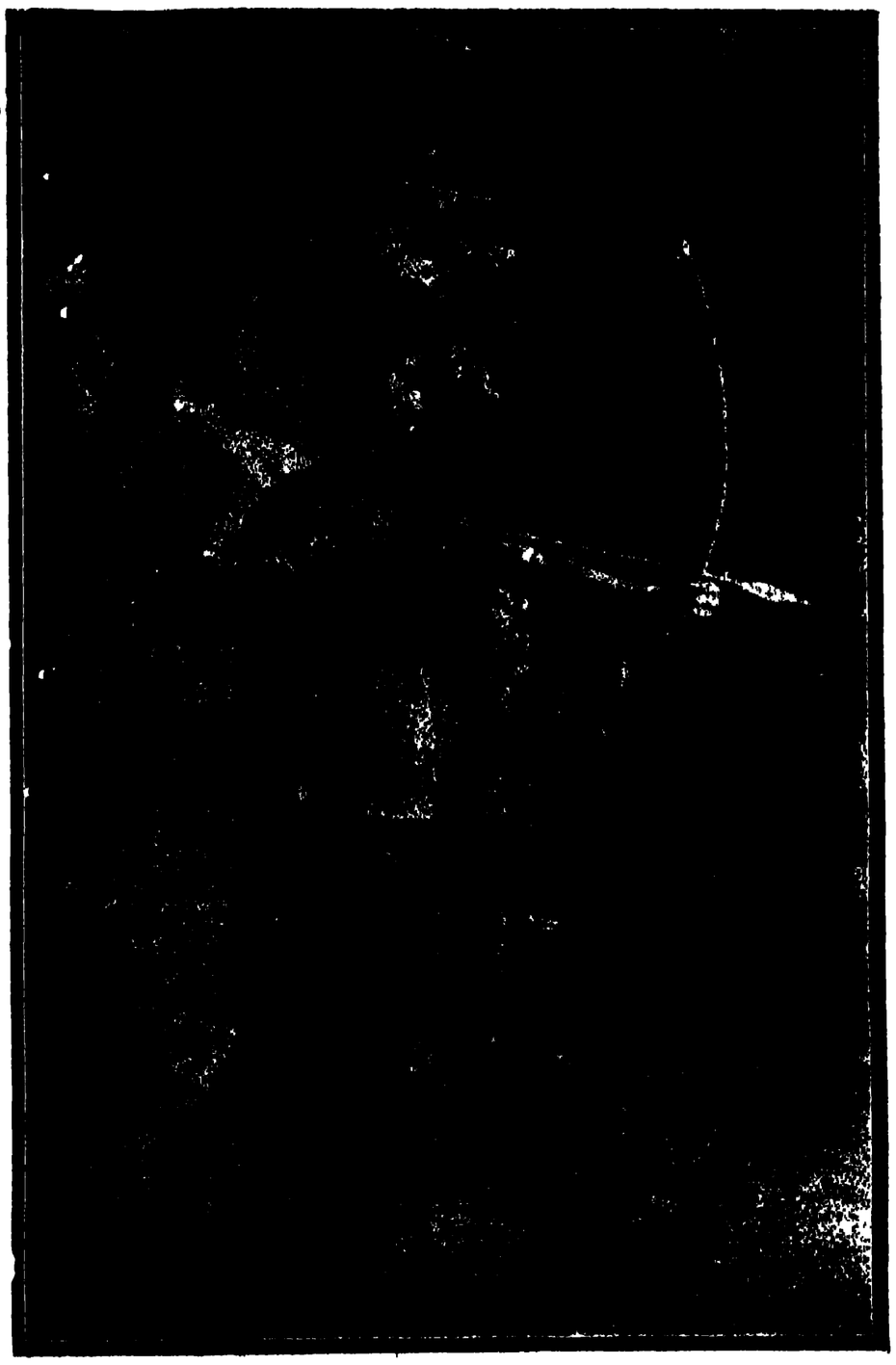

শর-সন্ধান



"সাধিব অব্যর্থ লক্ষ্য নিজ ভুজবলে——'

যাবার বেলা



"আবার কেন ডাকিছ মোরে বঁধু?
প্রাণের কোন্ আঁধার কূল, উছল করি ফুটিবে ফুল,
ডাকিছ বুঝি পাগলি সেই মধু?"

## তরুণীর লাজ



"সজ্জা খুলিতে লজ্জায় মরি অঞ্চল-তল দাঁশিয়া ধরি
নির্জনে একা বক্ষ আবরি আপন কক্ষ-মাঝে।"

তন্ময়

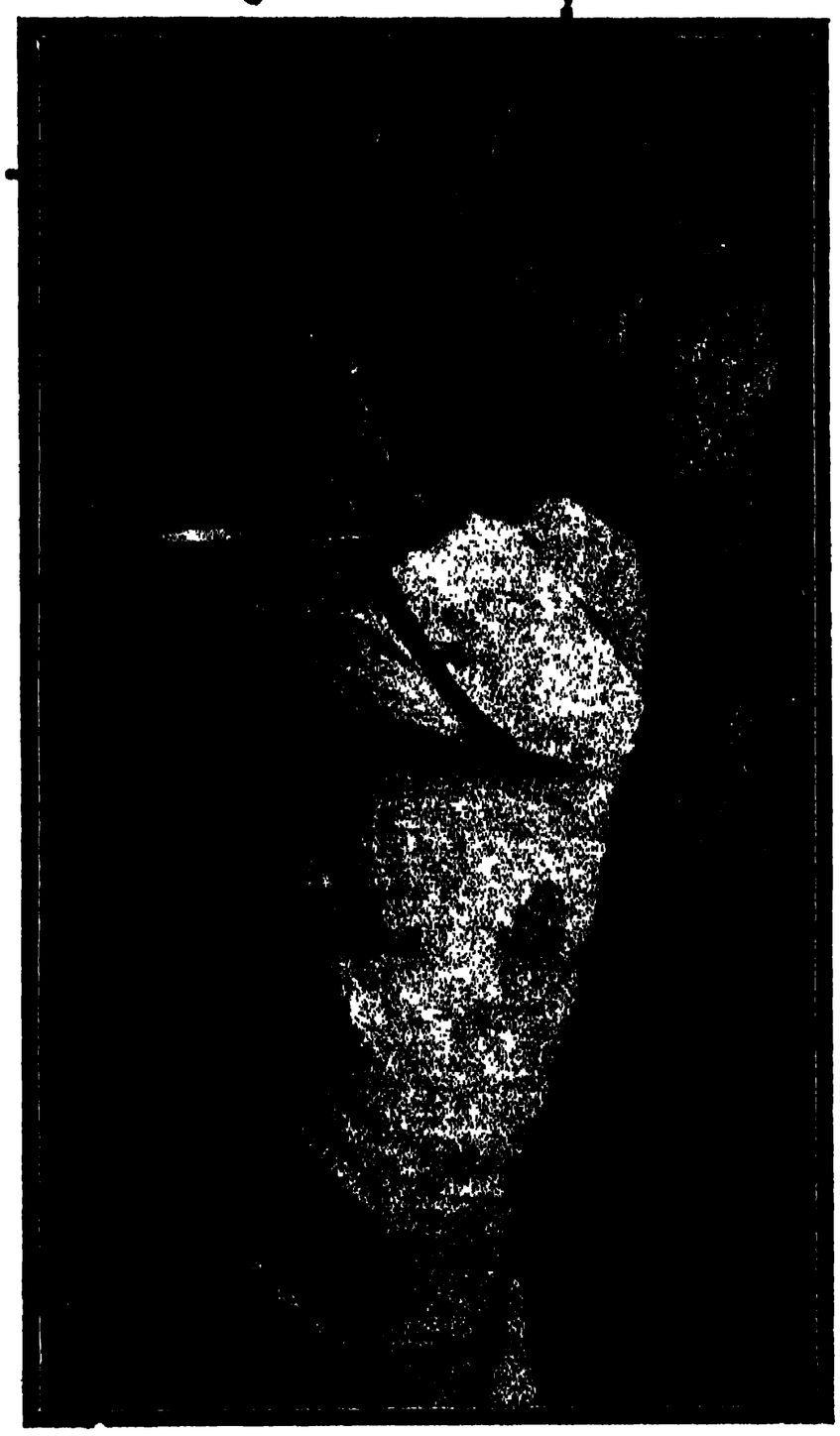

"এ মোহ-আবরণ খুলে দাও দাও হে—
সুন্দর মুখ তব দেখি নয়ন ভরি,
চাও হৃদয়মাঝে চাও হে!"

বুকের নীড়ে

"ওরে মোর নীড়হারা সঙ্গিহীন পাখী,
আমার বুকের নীড়ে আয় তোরে রাখি!"